মন্তব্য প্রতিবেদন

শহীদ মিনার: ভয় নেই বন্ধু!

রাশেদ খান মেনন

‘স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু,
আমরা এখনো চার কোটি পরিবার
খাড়া রয়েছি তো। যে ভিত কখনো কোনো রাজন্য
পারেনি ভাঙতে
হীরের মুকুট নীল পরোয়ানা খোলা তলোয়ার
খুরের ঝটিকা ধুলায় চূর্ণ যে পদপ্রান্তে
যারা বুনি ধান
গুন টানি, আর তুলি হাতিয়ার হাপর চালাই
সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্য।’

— **আলাউদ্দিন আল আজাদ**

জনতার আবার জয় হয়েছে। ইটের মিনার ভাঙার দুঃসাহস না দেখালেও বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার শহীদ মিনারকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। জনতার দাবির মুখে সে শহীদ মিনার থেকে অবরোধ তুলে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। তবে তার চালাকির অবসান হয়নি। শহীদ মিনারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে তার গলায় অনুমতির ফাঁস ঝুলিয়ে রেখেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দিয়ে হুকুমজারি করানো হয়েছে যে, এখন থেকে শহীদ মিনারে অনুষ্ঠান করতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি নিতে হবে। আওয়ামী লীগ শাসনামলেই নাকি এ ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। সেটাই নাকি অব্যাহত রাখা হচ্ছে।

শহীদ মিনারকে ঘিরে শাসক গোষ্ঠীর এ ধরনের ষড়যন্ত্র নতুন নয়। বায়ান্নর ভাষা শহীদদের রক্তের ওপর যে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছিল তাকে শুরুতেই গুঁড়িয়ে দিয়েছিল স্বৈরাচারী মুসলিম লীগ সরকার। তারপর থেকে এই শহীদ মিনারকে সব শাসকই ভয় পেয়েছে। ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী বছরগুলোতে এই শহীদ মিনার নির্মাণের দাবি উঠলেও সহজে তার বাস্তবায়ন হয়নি। ১৯৫৪-র নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়ের পর যুক্তফ্রন্ট সরকার শহীদ মিনার নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু বারবার ৯২ (ক) ধারায় পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশে গভর্নরের শাসন চালু হওয়ায় ঐ শহীদ মিনার নির্মাণের কাজ বাস্তবায়ন হয়নি। শেষ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্টের শরিক আওয়ামী লীগ প্রদেশে সরকার গঠন করলে শহীদ মিনার নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কিন্তু অচিরেই সামরিক শাসনের করালগ্রাস শহীদ মিনার কেন পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের জনগণের আন্দোলনের সকল অর্জনকেই হরণ করে নিয়েছিল। অর্ধনির্মিত শহীদ মিনার দীর্ঘকাল দাঁড়িয়েছিল জনগণের অপরিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসাবে।

ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলন আবার শহীদ মিনারকে সামনে নিয়ে আসে। ১৯৬১ সালের শহীদ দিবসে শহীদ মিনার থেকে শুরু হওয়া মিছিল থেকেই প্রথমে স্লোগান ওঠে, ‘সামরিক শাসন নিপাত যাক, ‘Down with Martial law’। শহীদ মিনার থেকে সেই প্রতিবাদী যাত্রা শুরুর পর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। ’৬২তে এসে ছাত্র-জনতার কাফেলা শহীদ মিনারকে পরিণত করেছিলো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যের প্রদর্শনী কেন্দ্রে। এবার কেবল ভাষা নয়, শহীদ মিনার হয়ে ওঠে বাংলার স্বাধিকারের দাবির কেন্দ্র হিসেবে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে শহীদ মিনার থেকেই বারবার শপথ বাণী উচ্চারিত হয়।

একাত্তরের ২৫ মার্চ পাক হানাদার বাহিনী যখন বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো এই শহীদ মিনার ছিলো তাদের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য। দিনের পর দিন বিস্ফোরক ব্যবহার করে শহীদ মিনারের উদ্ধত কলামগুলোকে তারা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। শহীদ মিনারের বেদিকে ঘোষণা করেছে মসজিদ হিসেবে যাতে ধর্মানুরাগী বাঙালিরা সেখানে আর ঐ মিনারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে না পারে। কিন্তু শহীদ মিনার যে প্রতিরোধ চেতনা জাগ্রত করেছে এ দেশের মানুষের মধ্যে সেই প্রতিরোধের চেতনায় শত্রুহননের কাজে এগিয়ে গেছে তারা। এবার কেবল শহীদ মিনারই মুক্ত হয়নি, সারা দেশ মুক্ত হয়েছে বিদেশী ঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে। ভাষা শহীদের স্মৃতি স্মারক হয়ে উঠেছে বাঙালির মুক্তির চেতনার প্রতীক।

স্বাধীন বাংলাদেশে এই শহীদ মিনারকে নিয়ে আবার কেউ ষড়যন্ত্র করবে একথা ভাবনার বাইরে ছিলো। কিন্তু সেই ষড়যন্ত্রই সত্য হয়েছিলো এরশাদের সামরিক শাসনের আমলে। এরশাদ তার সামরিক স্বৈরশাসনের ভিত মজবুত করতে গিয়ে শহীদ মিনারের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছিল। ’৮৩র ১৪ জানুয়ারি মাদ্রাসা শিক্ষকদের সম্মেলনে সামরিক শাসক এরশাদ শহীদ মিনার ও তার ঐতিহ্য সম্পর্কে কটাক্ষ করে বক্তব্য প্রদান করেন। এরশাদ সম্ভবত ভাবতেও পারেননি যে শহীদ মিনারের বিরুদ্ধে তার এই আক্রমণ তার জন্য কি বিপদ ডেকে নিয়ে আসবে। শহীদ মিনারকে অবমাননা করার প্রতিবাদে দেশের গণতান্ত্রিক সব রাজনৈতিক দল এক হয়ে রুখে দাঁড়ায়। সূত্রপাত হয় আরেকটি গণআন্দোলনের যার কেন্দ্রে ছিলো এই শহীদ মিনার।

এরশাদ আমলের সমস্ত সময় জুড়ে শহীদ মিনারকে কেন্দ্র করে বিভিন্নমুখী আন্দোলন গড়ে উঠেছে যার সর্বশেষ পরিণতি ছিলো ’৯০-এর গণঅভ্যুত্থান। এই গণঅভ্যুত্থান কেবল সামরিক স্বৈরশাসনকেই হটায়নি, এ দেশে গণতন্ত্রের নতুন সূচনা করেছিলো। এরশাদবিরোধী গণআন্দোলনের গণঅভ্যুত্থানে উত্তরণে প্রতিটি পদে এই শহীদ মিনার প্রেরণা জুগিয়েছে, সাহস

জুগিয়েছে। এরশাদ-পরবর্তী সময়ে এই শহীদ মিনার তাই হয়ে উঠেছিল গণতন্ত্র, ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতা, স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সকল প্রতিবাদী উচ্চারণের কেন্দ্র। শহীদ মিনারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে নতুন প্রজন্মের নতুন চেতনা।

সেই শহীদ মিনার যখন কোনো কারণ ছাড়াই বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার কর্তৃক অবরুদ্ধ হলো তখন একটি সত্যই এর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। আর তা হলো অতীতের সকল শাসকের মতো জোট সরকারও শহীদ মিনারকে ভয় পায়, ভয় পেয়েছে। তা না হলে শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় প্রতিবাদী ছাত্ররা শহীদ মিনারে অনশন করেছে, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ক্যাম্পাসে পুলিশের তাড়া খেয়ে ঐ শহীদ মিনারে আশ্রয় নিতে চেয়েছে, সে কারণে দিনের পর দিন সেখানে পুলিশ পাহারা দিয়ে শহীদ মিনার অঞ্চলকে জনগণের জন্য অনধিগম্য করে রাখা হবে কেন। শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অথবা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলীতে সেখানকার ছাত্রদের দাবি যে ন্যায্য, সে কথাটি পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে সরকার কর্তৃক গঠিত বিচার বিভাগীয় কমিশনের রিপোর্টে এবং অভিভাবক উদ্বিগ্ন নাগরিকদের ভূমিকায়। সেই ছাত্ররা শহীদ মিনারে গিয়ে আবার আন্দোলন করবে এই আশঙ্কায় শহীদ মিনারকে তো আটকে রাখা যায় না।

তা হলে নিশ্চয়ই অন্য কোনো কারণ আছে। আর সেই কারণ হচ্ছে জোট সরকারের বিভিন্ন নীতি ও পদক্ষেপের ঘটনায় জামায়াত ও দক্ষিণ পন্থিদের গোপন এজেন্ডার বাস্তবায়ন। এই এজেন্ডা অনুসারে তারা জোট সরকারকে ব্যবহার করে মুক্তবুদ্ধি, মুক্ত চিন্তার সকল চর্চা তারা বন্ধ করতে চায়। শহীদ মিনার, কেবল ঢাকায় নয়, সারা দেশে এই মুক্তবুদ্ধি, মুক্তচিন্তা চর্চার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রাম-গ্রামান্তর পর্যন্ত শহীদ মিনার বিস্তৃত হয়ে আছে। এই মুক্তবুদ্ধির চর্চার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটি যদি ধ্বংস করা যায় তা হলে সারা দেশেই এই মুক্তবুদ্ধির চর্চাকে ধ্বংস করা যাবে। বিএনপি’র শরিক এই জামায়াত ও দক্ষিণপন্থিরা শহীদ মিনারকে কখনই অনুমোদন করেনি। জোট সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য হয়েও শহীদ মিনারে জামাতি মন্ত্রীদের কেউ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বলে জানা নেই। বরং শহীদ মিনারে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণকে তারা পূজা হিসেবে প্রচার করেছে। সেই শহীদ মিনারকে জনগণের জন্য অনধিগম্য করে দিতে পারলে তাদের এতোদিনকার লালিত রাজনীতির বিজয় হবে বলেই তারা ধারণা করেছে। না হলে শহীদ মিনার অঞ্চলকে কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে রাখার কোনো কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না।

> ‘প্রতিষ্ঠানটি যদি ধ্বংস করা যায় তা হলে সারা দেশেই এই মুক্তবুদ্ধির চর্চাকে ধ্বংস করা যাবে। বিএনপি’র শরিক এই জামায়াত ও দক্ষিণপন্থিরা শহীদ মিনারকে কখনই অনুমোদন করেনি’

অবশ্য আরেকটি কারণ আছে। জোট সরকার মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও সারা দেশের ওপর অগণতান্ত্রিক শাসন চাপিয়ে দিতে বিরোধী দলের সভা-সমাবেশের ওপর বিধি-নিষেধের বেড়াজাল চাপিয়ে দিচ্ছে। একদম সাধারণ সভা, সাধারণ মিছিলও তারা হতে দিতে রাজি নয়। সেখানে শহীদ মিনারের মত মুক্ত অঞ্চল থাকলে বিরোধী পক্ষরা সভা-সমাবেশ করবে এই ভয়ে তারা অস্থির। সুতরাং শহীদ মিনারকে বন্ধ কর।

কিন্তু শহীদ মিনারকে বন্ধ করতে চাইলেই বন্ধ করা যায় না। আলাউদ্দিন আল আজাদ পঞ্চাশ বছর আগে মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক পুলিশ প্রহরায় শাবল গাইতি দিয়ে শহীদ মিনার গুঁড়িয়ে দেয়া সম্পর্কে যে কথা লিখেছিলেন সে কথা আজ কেবল সত্য নয়— আজ পঞ্চাশের চার কোটি পরিবার তেরো কোটি মানুষে পরিণত হয়েছে। এই মানুষ কেবল শহীদ মিনার নয়, একটি দেশ নির্মাণ করেছে। নির্মাণ করেছে একটি সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। সেই মানুষকে দমিয়ে রাখা যাবে কিভাবে!

স্বৈরাচারী মুসলিম লীগ সরকার ছাত্রদের কাঁচাহাতে গড়া শহীদ মিনারকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। পাকিস্তান হানাদার বাহিনী শহীদ মিনারের ভিত্তি পর্যন্ত তুলে ফেলতে চেয়েছে। সামরিক শাসক এরশাদও না বুঝে আগুনে হাত দিয়েছিল। এদের সবাইকে পুড়তে হয়েছে জনতার অনলরোষে। এবারও শহীদ মিনারকে অবরোধ করে রেখে সেই পরিণামই ভোগ করতে হতো বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারকে। এই পরিণামের ভয়ে তারা কিছুটা পিছু হটেছে। কিন্তু কথায় বলে ‘জয়কালে ক্ষয় নাই, মরণকালে ওষুধ নাই।’ বিএনপি-জামায়াত জোটের আচরণ দেখে মনে হয়, তারা যেন মরণকালে পা দিয়েছে। আর তাই শহীদ মিনার অবরোধ করার মতো এত বড় বেকুবি কাজ তারা করেছিল। শহীদ মিনার মুক্ত হয়েছে, মুক্ত থাকবে। শহীদ মিনারকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না।